[redacted]

‘[redacted], [redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]

তথ্য কর্মকর্তা শিল্পী মণ্ডল, চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শাহজাহান আলী, অন্বেষা নারী কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক লিজা হোসাইন, বাংলাদেশ প্রতিদিনের জেলা প্রতিনিধি জামান আক্তার, চুয়াডাঙ্গা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক জহির রায়হান ও প্রকল্প সমন্বয়কারী শরিফুল আলম।

এ ছাড়া চুয়াডাঙ্গা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় যুবসমাজ, পরিবেশকর্মী ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মাহবুব হোসাইন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কানিজ সুলতানা ও জিল্লুর রহমান রাজা।

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ নারী গ্রেফতার, ৬ মাসের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ১৫ গ্রাম গাঁজাসহ হানিফা খাতুন (৩৮) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে। গ্রেফতারকৃত হানিফা খাতুন দামুড়হুদা উপজেলার বিষ্ণুপুর (ইসলামপাড়া) গ্রামের পীর মোহাম্মদের স্ত্রী।

পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে ৭ আগস্ট রাতে বিষ্ণুপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই প্রদীপ বিশ্বাস ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছিলেন।রাত সাড় ৮টার দিকে বিষ্ণুপুর বাজারে অবস্থানকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, দামুড়হুদা থানাধীন বিষ্ণুপুর ইসলামপাড়া গ্রামের হানিফা খাতুনের বাড়ির সামনে একজন ব্যক্তি মাদকদ্রব্য গাঁজা ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছেন।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হানিফা খাতুনকে আটক করে। এ সময় তার হেফাজত থেকে ১৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। রাতেই পুলিশ বিষ্ণুপুর ইসলামপাড়া গ্রামে হানিফা খাতুনের বাড়ির সামনে থেকে উদ্ধারকৃত গাঁজা জব্দ করে। পরে তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়।

পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য হানিফা খাতুনকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদক নির্মূলে পুলিশের অফিসের অব্যাহত থাকবে। আটককৃত আসামিকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় চুয়াডাঙ্গায় স্থানীয় শহীদ দিবস পালিত

চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় শহীদ দিবস (৫ আগস্ট) যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের এই দিনে (৫ আগস্ট) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদায় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সমুখ সমরে আবুল কাশেম, হাসানুজ্জামান, রবিউল ইসলাম, তারেক, আফাজ উদ্দিন, কেয়ামদ্দিন, রওশন ও খোকন নামে চুয়াডাঙ্গার ৮ জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

দিবসটি উপলক্ষে বুধবার নাটুদহে ৮ শহীদের সমাধি (আটকবর) চত্বরে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, জেলা বিএনপি, উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা বিএনপি, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্মসূচি পালন করে।

সকাল ৮ টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি

শুরু হয়। পতাকা উত্তোলনের পর জেলা প্রশাসনের পক্ষে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার, জেলা পুলিশ সুপার রুহুল কবীর খান, জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ জেলা ইউনিট আহ্বায়ক আবেছ উদ্দিন, যুগ্ন আহ্বায়ক ও দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাঁজা আবুল হাসনাত, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লাভলী ইয়াসমিন, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য সচিব লুৎফর রহমান ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যরা শহীদ সমাধিতে পর্যায়ক্রমে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন।

পুষ্পমাল্য অর্পণ শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ট সন্তান। রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের পথ বেয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন – সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত লাভ করেছে।

তিনি আরও বলেন, নিজের জীবনের মায়া না করে মুক্তিযুদ্ধে অনন্য অবদান রেখে মুক্তিযোদ্ধারা আমাদেরকে একটি দেশ ও একটি লাল – সবুজ পতাকা উপহার দিয়েছেন। এ জন্য জাতির বীর সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাঁদের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিতে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিহাসের এই দিনটি চুয়াডাঙ্গা জেলাবাসির জন্য মর্মান্তিক ও অন্যতম স্মরণীয়।

প্রতি বছর যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়। এরপর শহীদদের আত্নার মাগফিরাত দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গায় অবৈধ স্থাপনা

উচ্ছেদে জেলা প্রশাসনের অভিযান

চুয়াডাঙ্গা চোরাস্তা এলাকায় সড়কের পাশের দখলমুক্তকরণ। আগাম সর্তকতার পরও স্থাপনা না সরানোয় অভিযান। চুয়াডাঙ্গা শহরের সড়ক দখলমুক্ত রাখতে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক করতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান চালিয়েছে জেলা প্রশাসন ও চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শহরের চৌরাস্তা এলাকায় পরিচালিত এ অভিযানে রাস্তার পাশের বিভিন্ন অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়।

প্রশাসন জানিয়েছে, অভিযানের আগের দিন সংশ্লিষ্টদের মৌখিকভাবে সতর্ক করে নিজ উদ্যোগে স্থাপনা সরিয়ে নিতে বলা হয়েছিল।

কিন্তু নির্দেশনা অনুসরণ না করায় উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম আব্দুর রব শিবলু। এ সময় জেলা পুলিশের সদস্যরা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন এবং চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার কর্মকর্তারা উচ্ছেদ কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন।

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জনস্বার্থে এবং শহরের সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত রাখতে এ ধরনের অভিযান প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

জীবননগরে এনসিপির পথসভা

জীবননগরে ‘দেশ গড়তে জুলাই জাগরণ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে পথসভা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

রোববার রাত ৮টায় জীবননগর মুক্তমঞ্চে উপজেলা এনসিপির উদ্যোগে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব ও রংপুর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আখতার হোসেন।

এছাড়া বক্তব্য দেন দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ, যুগ্ম আহ্বায়ক সরওয়ার তুষার, যুগ্ম সদস্য সচিব মোল্লা ফারুক আহসান, যুগ্ম সদস্য সচিব ও খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল হক, জাতীয় নারীশক্তির সদস্য সচিব ও সংসদ সদস্য ডা. মাহমুদা মিতুসহ কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ের নেতারা।

বক্তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনায় বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

এ সময় জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা নেতাকর্মী ও সমর্থকদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

চুয়াডাঙ্গার ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি নিয়ে দুই পক্ষ মুখোমুখি

চুয়াডাঙ্গার ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ; সাবেক এমপি সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার পরিবারের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

এতদিন প্রতিষ্ঠানটি তাদের কবজায় থাকলেও ট্রাস্টি বোর্ডের বৈধ দাবিদার হিসেবে আলীম লস্কর, আব্দুর রাজ্জাক গং প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব বুঝে নিতে যাচ্ছেন।

এই অবস্থায় দুই পক্ষের মুখোমুখি অবস্থানে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও লাখ লাখ টাকা আত্মসাতে প্রতিষ্ঠানটি ভঙ্গুর অবস্থায় দাঁড়িয়েছে বলে আলীম লস্করদের অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত চিঠি নিয়ে তারা দু’দিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে অবস্থান নিয়ে আছেন।

গত মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি অফিসে তারা তালা ঝুলিয়েও দিয়েছিলেন। পরে তা খুলে দেন তারা। চুয়াডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠিত ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ নিয়ে তাদের অভিযোগ, ২০১২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিন বছর পর ২০১৫ সালে ভিন্ন

একটি নতুন ট্রাস্টি বোর্ড গঠন, অনুমোদনবিহীন নিয়োগ, আর্থিক অনিয়ম, বোর্ডের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা, প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নীতিমালা লঙ্ঘনের মতো ঘটনা এখানে নিত্যদিনের। এসব অভিযোগ নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদঘাটনের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

অভিযোগকারীদের দেয়া নথিপত্র ও তথ্য অনুযায়ী ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয় ‘ফার্স্ট ক্যাপিটাল এডুকেশন, হেলথ অ্যান্ড এগ্রিকালচার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট’-এর মাধ্যমে। বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছে এই ট্রাস্টের পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়। ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা থেকে মো. আলীম লস্করের নামে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে স্থানীয় প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়।

পরবর্তী সময়ে ২০১১ সালের ১৪ মার্চ ‘দি ফার্স্ট ক্যাপিটাল এডুকেশন, হেলথ অ্যান্ড এগ্রিকালচার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট’-এর নামে স্থানীয় ভূমি অফিসে ট্রাস্টি বোর্ড নিবন্ধন করা হয়। ওই ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের এমপি সোলায়মান হক জোয়ারদার, সেক্রেটারি আব্দুল মোত্তালেব এবং ট্রেজারার ছিলেন মো. আলীম উদ্দিন লস্কর।

বোর্ডে আরো কয়েকজন সদস্য ছিলেন। অভিযোগকারীদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ নামে বিশ্ববিদ্যালয়টির অনুমোদন দেয়া হয় ২০১২ সালের ১৪ মার্চ। ২০১৩ সালের ৩১ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাসের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রতিষ্ঠাকালীন ট্রাস্টি বোর্ডের ট্রেজারার মো. আলীম উদ্দিন লস্করের নামে নেয়া হয় বলে নথিতে উল্লেখ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান সাবেক এমপি সোলায়মান হক জোয়ার্দারের মৃত্যুর পর ট্রাস্টি বোর্ডের পুনর্গঠন নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

অভিযোগকারীদের দাবি, প্রতিষ্ঠাকালীন ট্রাস্টি বোর্ড বহাল থাকা অবস্থায় ২০১৪ সালে নতুন করে ‘ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি ট্রাস্ট’ নামে একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। এ প্রক্রিয়াটি কীভাবে এবং কোন আইনগত ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়েছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে বলে অভিযোগকারীরা জানিয়েছেন। তাদের দাবি, এ বিষয়ে নথিপত্র ও সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের সত্যতা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা প্রয়োজন।

এসব তথ্যউপাত্ত নিয়ে মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়টি নিজেদের দখলে নেয়ার চেষ্টা করেন আলীম লস্কর ও আবদুর রাজ্জাক গং। ওইদিন বিকেলে রেজিস্ট্রারের রুম, কম্পিউটার সেকশনসহ কয়েকটি রুমে তারা তালা ঝুলিয়ে দেন। পরে তালা খুলে দেয়া হয়। বুধবারও তারা সকাল থেকে দিনভর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান নেন এবং পুরো বিশ্ববিদ্যালয় তাদের দখলে চলে এসেছে বলে দাবি করেন আবদুল আলীম লস্কর ও আবদুর রাজ্জাক গং।

তবে এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটির ডেপুটি রেজিস্ট্রার নাফিউল ইসলাম শান্তকে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি।

দামুড়হুদায় প্রতারণার অভিযোগে নারী আটক, সংক্ষিপ্ত বিচারে জেল-জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় স্বর্ণের কানের দুল বিক্রির কথা বলে প্রতারণার অভিযোগে এক নারীকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। পরে সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে তাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

আটককৃত নারী হলো, খুলনা জেলার খালিশপুর থানার অন্তর্গত খালিশপুর ক্লাব মোড়ের বাসিন্দা

মৃত শহর আলী মণ্ডলের মেয়ে এবং মৃত শহর আলী মণ্ডলের স্ত্রী জাহানারা খাতুন (৫৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে এসআই ফাহিম হোসেন গত মঙ্গলবার ২১ জুলাই ২০২৬ তারিখ সন্ধ্যায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছিলেন। এ সময় মোবাইল ফোনে খবর পেয়ে তিনি সঙ্গীয় ফোর্সসহ দামুড়হুদা উপজেলার চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছে

স্থানীয় জনতার হাতে আটক জাহানারা খাতুন কে পুলিশের হেফাজতে নেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে পুলিশ জানায়, জাহানারা খাতুন স্থানীয় কয়েকজনের কাছে আর্থিক সংকটের কথা বলে তার স্বর্ণের কানের রিং বিক্রির প্রস্তাব দেন। ক্রেতারা রিংটি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি কৌশলে আসল স্বর্ণের রিং পরিবর্তন করে ইমিটেশনের রিং দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বিষয়টি টের পেয়ে স্থানীয় লোকজন তাকে আটক করে পুলিশে খবর দেয়।

পরে নারী কনস্টেবলের মাধ্যমে তল্লাশি চালিয়ে তার শাড়ির আঁচলে বাঁধা অবস্থায় প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত এক জোড়া স্বর্ণের কানের রিং (ওজন ১ আনা ২ রতি) এবং তিন জোড়া স্বর্ণসদৃশ ইমিটেশনের কানের রিং উদ্ধার করা হয়। জব্দ তালিকার মাধ্যমে আলামতগুলো জব্দ করা হয়।

পরবর্তীতে এসআই ফাহিম হোসেন আটক আসামিকে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) এ সোপর্দ করলে আদালত জাহানারা খাতুনকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড, ২ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন জানান, প্রতারণাসহ সকল ধরনের অপরাধ দমনে পুলিশের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গার আলুকদিয়ায় ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল মিস্ত্রি নিহত

চুয়াডাঙ্গার আলুকদিয়া বাজারে মোটরসাইকেল মেরামতের পর ট্রায়াল দিতে গিয়ে ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে আব্দুল্লাহ (১৪) নামে এক মোটরসাইকেল মিস্ত্রি নিহত হয়েছেন। বুধবার (২২ জুলাই) দুপুর

পৌনে ১টার দিকে আলুকদিয়া বৈও বাজার-সংলগ্ন এলাকায় এ মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আব্দুল্লাহ চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার তালতলা গ্রামের সাহাবুদ্দিনের ছেলে। তিনি আলুকদিয়া বৈও বাজার-সংলগ্ন একটি মোটরসাইকেল সার্ভিসিং ও মেরামতের দোকানে কাজ করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো বুধবারও তিনি কর্মস্থলে মোটরসাইকেল মেরামতের কাজ করছিলেন। একটি মোটরসাইকেলের মেরামতের কাজ শেষ হলে সেটি ঠিকভাবে চলছে কি না তা নিশ্চিত করতে তিনি সড়কে ট্রায়াল দিতে বের হন। ট্রায়াল চলাকালে একটি ট্রাকের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ হয়।

এতে তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। তবে তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তিনি ঘটনাস্থলেই অথবা হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যান বলে স্থানীয়রা জানান। এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সহকর্মী, স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আব্দুল্লাহ অল্প বয়স থেকেই মোটরসাইকেল মেরামতের কাজ শিখে জীবিকা নির্বাহে পরিবারকে সহযোগিতা করছিলেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারে নেমে এসেছে গভীর শোক। দুর্ঘটনার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে।

প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে সম্মাননা পদক পেল আলমডাঙ্গার মেয়ে জারিন সুবাহ নীতি

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার মেয়ে জারিন সুবাহ নীতি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় দেশসেরা হয়ে সম্মাননা পদক অর্জন করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক

রহমান তার হাতে এ পদক তুলে দেন।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টায় ঢাকার বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে তিনি এ সম্মাননা গ্রহণ করেন।

জানা গেছে, জারিন সুবাহ নীতি আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা গ্রামের নাজমুল আলম ও জেসমিন সুলতানার কন্যা। বর্তমানে তিনি সাতক্ষীরা মডেল জুবিলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী। প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৬ এর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে তিনি দেশসেরা হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন এবং এলাকার সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

নীতির এ সাফল্যে এলাকায় আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। নীতির বাবা নাজমুল আলম বলেন, “এই সাফল্য নীতির বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং আমার এলাকার মানুষের আশীর্বাদের ফসল। সবাই আমার মেয়ে নীতির জন্য দোয়া করবেন, যেন সে ভবিষ্যতে দেশের মানুষের সেবা করতে পারে।”

চুয়াডাঙ্গায় জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১২ জুলাই) সকাল ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ জননিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিসেস লুৎফুন নাহার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান।

সম্মানিত অতিথি ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির

সাধারণ সম্পাদক মো. শরীফুজ্জামান শরীফ।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. মোস্তাফিজুর রহমান, জেলার চার উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তারা (ইউএনও), বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধান, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং গণমাধ্যমকর্মীরা।

সভায় জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আদালত সহায়তা কার্যক্রম, সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ, মানব পাচার প্রতিরোধ, চোরাচালান নিরোধ, অনিষ্পন্ন চোরাচালান মামলাগুলোর অগ্রগতি, সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত পরিসংখ্যান প্রণয়ন এবং জেলা সড়ক নিরাপত্তা কমিটির কার্যক্রমসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মিসেস লুৎফুন নাহার বলেন, জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পাশাপাশি সব সরকারি দপ্তর, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন। জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং বিভিন্ন কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

জেলা পরিষদের প্রশাসক মো. শরীফুজ্জামান শরীফ বলেন, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সন্ত্রাস, মাদক, চোরাচালান ও সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান বলেন, জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখতে জেলা পুলিশ সর্বদা সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সন্ত্রাস, মাদক, মানব পাচার ও চোরাচালান প্রতিরোধে জেলা পুলিশের চলমান অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জোরদার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান পুলিশ সুপার।